দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...03 APR. 1997...
পৃঃ ৪ কলাম ৭

01

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবতর পদক্ষেপ

ছাত্র রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ঃ ছাত্র সংগঠনের জন্যে নয়া আচরণবিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ছাত্র সংগঠনসমূহের জন্যে আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন পর ক্যাম্পাসে আবার ছাত্র রাজনীতি জমে ওঠেছে। নিয়ন্ত্রিত ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস, পরীক্ষাসহ সার্বিক একাডেমিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখাই এই রাজনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ সেলিম তোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সকল ছাত্র সংগঠন সমঝোতার ভিত্তিতে এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করেছে। ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার মধ্যে এই নীতিমালা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সঠিকভাবে আচরণবিধি পালিত হলে ছাত্র রাজনীতি একটি স্থিতিশীল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলবে বলে সবাই আশাবাদী। এই নীতিমালা অনুসারে কোনো ছাত্র সংগঠন বেলা ১১টার পূর্বে ক্যাম্পাসে কোনো প্রকার মিছিল, মিটিং, শ্লোগান, সমাবেশ করতে পারবে না। অনুষদ ভবনদ্বয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে প্রতিটি সংগঠন নির্ধারিত দিনে কেবলমাত্র শহীদ মিনার বা মুক্তবাংলার চত্বরে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারবে। ক্যাম্পাসের সকল ছাত্র সংগঠনসমূহকে ২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ সপ্তাহে ৩ দিন করে মিছিল, মিটিং করতে পারবে। কোনো সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কাউন্সিল বা বিশেষ দিবসে অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাতে পারবে না। তবে এ জন্যে ৭ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে প্রক্টর অফিসের অনুমতি নিতে হবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় মাইকের শব্দ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে ক্লাস বা পরীক্ষার কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। তবে জাতীয় দিবসগুলোতে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এই নীতিমালা ভঙ্গ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আগামী ২৯ এপ্রিল নীতিমালা পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই নীতিমালা যথাযথভাবে পালিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কমে আসবে বলে সবার ধারণা। উল্লেখ্য, ছাত্র সংঘর্ষের ফলে বার বার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ৩ বছর সেশনজট বিরাজ করছে.